# ছিটে ফোঁটা - ১২

‘প্রেম-ভালোবাসা’ যে একেবারে বুঝিনা, তা না। বুঝি। তবে এ নিয়ে কথা বলতে কেন জানি সাহস হয়না। ইচ্ছেও করেনা। কি বলব, কি বুঝবে, সেই ভয়। আজ যা প্রেম, দুদিন পর তাই-ই মোহ। তারও দু’দিন পর যা তা। এই রকমইতো হচ্ছে। অথচ জীবনভর যে কথা মানুষ শুনতে চায়, এবং শোনাতেও। যার মধ্যে থাকে এক অদ্ভুত অপার সম্মোহন। আহবান। স্বীকার এবং স্বীকৃতি। সেই একমাত্র গভীর আবেগময় উচ্চারণ “ভালোবাসি”।

শেষটা যেমনই হোক, ভালোবাসার শুরুটা অসাধারণ! লজ্জা, কম্পন এবং সমর্পণ । অতঃপর বুকভরা আনন্দ। চোখ ভরা পানি। তখন পৃথিবী মানেই সুন্দর। মানুষ মানেই আপন। প্রেমিক মানুষদের চোখে মুখে কি যেন একটা থাকে। তারা পরস্পর অপাপবিদ্ধ চোখে এমন করে তাকায়! যেন পরিষ্কার দেখতে পায় তার ভবিষ্যৎ। তার নিয়তি। মসৃণ বিরল সুখ । আবেগময় নির্বাক সেই ছবিটির কথা কেন জানি মানুষের মনে থেকে যায়।

মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, লজ্জা শরম ভয়, সব যেন নতুন করে প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। মায়ায় ভাসা মন অল্পে হাসে। অল্পেই কাঁদে। পাওয়ার আনন্দে। হারানোর ভয়ে। মানুষকে তখন বড় অদ্ভুত সুন্দর মানুষ বলে মনে হয়।

প্রেম যত নিঃশব্দেই আসুক মানুষ বুঝতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলি তখন কেন যে অমন করে জেগে থাকে! কল্পনাশক্তি কেন যে অমন রাতারাতি বেড়ে যায়! জেগে জেগে তারা এমন সব দৃশ্যপট তৈরি করে যে বলার না। কি বিচিত্র তার রং! কি অভাবনীয় তার সংলাপ! আহা! প্রেম বড় বেশী দিশেহারা করে ফেলে!

তবে প্রেমের সবটাই আবার সত্যি হয়না। কিছুটা মনের, বাকিটা চোখের ভুল। অথচ প্রত্যেকবার প্রেমে পড়েই মানুষ ভাবে, এই বোধহয় পেলাম। সচরাচর প্রেমের বেলায় মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। ভাবে আমি তার, সে আমার। জনমভর আচ্ছন্ন থাকা। দুঃখ দুর। বাঞ্ছা পূরণ। হয়ে যায় লাগাতার দোষাদোষী। কথার খোঁচা। বিদ্রুপের ঘাই। অনর্থক নিষ্ঠুর আক্রমণ। দেয়া থোয়ার খোটা। কত কি! চোখে কি আর এমনি এমনি পানি আসে?

কারো কারো বেলায় প্রেম হলো গরীব মানুষের খিদের মত। যায়ইনা মোটে। মস্ত খিদে। মস্ত হা। মন ভরেনা। খিদেও মেটেনা। প্রেমিকা যার কাছে আউরাৎও বটে। হৃদপিন্ডতো না যেন ভোগের দুনিয়া! কোন কোন জীবনে আবার উপর্যুপরি ঘটে প্রেম। এবেলা ওবেলা। যেন চমক! যেন রোজকার ফুর্তি! একটা যেতে না যেতে আরেকটা! ক্লান্তি নেই। একঘেয়েমি নেই। উত্তেজনার শেষ নেই। অক্লান্তে ছোটে। প্রেমের ব্যাপারে মানুষের বহুগামিতা স্পষ্ট হয়েছে।

পুরনো প্রেম আর খুনের রক্ত একই কথা। হাজার ধুলেও দাগ যায়না। দাগ যদি বা যায়, দাগ না যাবার ভয় থাকে চিরকাল। ’সম্পর্ক’ করাটা বড় কথা না। তাকে কে কতখানি মনে রেখেছে সেটাই বড় কথা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। অভিজ্ঞতা লাগেনা। বিদ্যে লাগেনা। থাকলেও কাজে লাগেনা। আবার জোরও খাটেনা। বড় বিদ্বান হলেই কি আর বড় প্রেমিক হয় কেউ? নাকি অভিজ্ঞতা থাকলেই প্রেম পাকাপাকি করে ফেলা যায়? তবে প্রেমে বেশী বেশী সত্যি কিংবা বেশী বেশী মিথ্যা দুইই বিপদ ডেকে আনে। তখন প্রেম মানেই সোজা কথা কপালের ফের।

এ জগতে অবিবাহিতের প্রেম হলে সেটা প্রেম আর বিবাহিতের প্রেম মানে ঘটনা। তাকে সোজা চোখে দেখার ফুরসৎ নাই কারো। এ সংসারে কে যে কাকে চায়, আর কেনইবা চায়, বোঝা বড় মুশকিল। অনাদরের এই দুনিয়ায় কে যে কার, তাও বোঝা যায়না।

প্রেমের পাগলামীতো একটা দেখারই মত জিনিষ। অবশ্য পাগলামী না থাকলে কি জমে সেই ভালোবাসা? নাকি সহজে কিছু করাও যায়? নাহলে রক্ত দিয়ে চিঠি লেখার মত অমন সাংঘাতিক কাজ কে করে? কে দেখায় অমন কথায় কথায় মরার ভয়? তবে দুঃখের কথা হলো, প্রেমে মানুষজন কেমন জানি অধৈর্য হয়ে পড়ে। তাদের বড় অস্থিরতা! রওয়া সওয়া বলতে নেই। সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান নেই। সবচে বেশী যা নেই তা হলো কাণ্ডজ্ঞান। এমনকি জানবুঝওয়ালারও ঘটে এমন। বিচক্ষণ হলেইবা কি!
দেখি প্রেমে পড়া মানুষ অনেকটা ডুবে যাওয়া মানুষের মত। তারা বাঁচবে বলে কত কি করে!! ঘর ছাড়ে। পালায়। শোধ তোলে । উসুল করে। সময়ে ঘর সংসার উজাড় করে দিতেও পিছপা হয়না অবুঝ মানুষ। সম্পর্ক ছিন্ন করতেও যেন তুফান লাগায়। জগত সংসারের সাথে করে এস্পার ওস্পার। মানুষ আশ্চর্য বড় কম নয়!
আত্মহত্যার মত ভয়াবহ জিনিষও দেখি প্রেমের বেলাতেই ঘটে বেশী। থাকে প্রতিপক্ষ এবং ইগোর মত মহাশত্রুও। যা না থাকলে এ দুনিয়ায় প্রেম অনেক সহজ হয়ে যেত। প্রেমে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া দুটোকেই কেন জানি সমান গুরুত্বপূর্ন মনে করে মানুষ। তবে আত্মহত্যার জেদ কম বয়সের কাজ। আর তারজন্যে সহানুভূতিও মানুষের কামনা। পরিনত বয়সে এই দুঃসাহস দেখালে জানিনা তার কি অর্থ হয়। গোটা জীবনের মধ্যে প্রেমের অংশটুকুতেই থাকে যত নাটকীয়তা। উন্মাদনা এবং অস্থিরতা। তবে অবেলার প্রেম ভোগান্তি ছাড়া বেশী কিছু দেয় বলে মনে হয়না। যার আরেক নাম খেসারত। 'জীবনে বহু অপমান, কলঙ্ক, অপবাদ আগেই লেখা থাকে। এও ছিল । হয়ে গেল'- তারা বোধহয় এই রকমই কিছু একটা ভাবে। পরিষ্কার বোঝে, জীবনের সব স্বপ্ন সত্যি করতে নেই। কিছু স্বপ্নই থাকে শুধু দেখার জন্যে।
অখ্যাতের প্রেম এক আর খ্যাতিমানের প্রেম হলে সে আরেক। এই মানুষদের প্রেম হলো জেল খেটে আসা নেতার সমান। তাদের যত প্রেম তত কদর। আর তারা এমন এমন সব সরস গল্পের জন্ম দেন যে তাদের সেই জীবনকে নীরস ভাববার কোন কারনই থাকেনা। এই নিয়ে কেউ কেউ বাতাসের মধ্যে গল্প খোজে। বাকীরা 'খেল্' দেখতে বসে যায়। সত্য মিথ্যা জড়িয়ে সে যে কি কাহিনী তৈরি হয় তখন! তবু মানুষ এমন যে প্রেমের কলঙ্কটাও সে উপভোগ করে। নিন্দা-মন্দ, রটনা সব নিয়ে কি যে এক জটিল আনন্দময় ঘূর্ণিপাকের মধ্যে থাকে তারা তখন! কে খোঁজে আড়াল আবডাল ?
তবে প্রেমের বিচার জায়গায় জায়গায় ভিন্ন। শহরে যা মামুলী। গায়ে গঞ্জে তাই গুরূপাপ। সভ্য দুনিয়া হলে অন্য কথা। তারা মেনে নেয় সবই। কৌতূহল থাকলেও অনর্থক নাড়াঘাঁটা করতে তারা ভালোবাসেনা। বোধহয় তার দরকারও পড়েনা। এ এমন নাটক যেন মানুষের জানাই থাকে শেষটা কি হবে। কখন ঘটবে তার 'যবনিকা পতন'।
ভালোবাসায় উপভোগ্যতা, ভোগ্যতা দুই-ই থাকে। যে কারনে প্রেম মানুষকে স্বার্থপরও কিছু কম করেনা। তবু থাকে সংসারের জিম্মেদারী। থাকে প্রিয় সন্তানের অবুঝ মুখ। অতঃপর ভালোবাসাকে কেউ কেউ আটকে রাখে বন্ধ ঝিনুকের মত। যা তার নিজেরও খোলার সাধ্য থাকেনা কোনদিন।
তবে প্রেম যেমনই হোক তার স্মৃতিটা বড় মধুর। সেই স্মৃতির প্রতি মানুষ মায়াভরা চোখে তাকায়। তোরঙ্গ খুলে নেড়ে চেড়ে দেখে। যত দেখে তার তত আনন্দ হয়। আনন্দতো হয়ই, চোখে ভরে পানিও আসে। এর নাম মন। এ এমনই। নির্দয় মানুষ সব নিয়ে যায়। যা রেখে যায়, তা স্মৃতি।
একটি অখণ্ড হৃদয় বুঝে নেবার পরেও দেখি মানুষের সন্দেহ কাটেনা। অবিশ্বাসও যায়না। কাজেই পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষিত হওয়া। যদ্দুর বুঝি এক প্রেমের বেলায় মানুষ ধৈর্য ধরে যত পরীক্ষা দেয় অমন দেয়না জীবনে আর কোনকিছুতে। বলা যায়না। হয়ত পরীক্ষিত হতে তারা ভালোইবাসে। এ যেন ঠিক পরীক্ষাও না। নিজেকে সুযোগ্য প্রমাণিত করার উপায় মাত্র। জানিনা অতি পরীক্ষিত সেই প্রেম

টেকে কিরকম। মানুষ নিশ্চিন্তইবা হয় কতখানি। তারপরেও কি ছেড়ে যায়না মানুষ মানুষেরে স্বেচ্ছায়? জন্মের মত, পাজড় ভেঙ্গে? ভুলে কি থাকেনা? প্রেমের বড় অদ্ভুত অবস্থা!

চোখের জল। এ জগতে তারও সত্য মিথ্যা আছে । তবু প্রেমিক প্রেমিকা ছাড়া অমন অবুঝের মত আর কে কাঁদতে পারে? অত অভিমান কে দেখায়? শক্ত-সমর্থ, বিখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত, নিঃসম্বল, বিদ্বান, মূর্খ। সে যেমনই হোক। ভালোবাসা খোয়ালে হয়ে যায় দুঃখীর দুঃখী! যেন তার সর্বস্ব গেছে। যেন এমন সর্বনাশ আর কোনদিন কারো হয়নি। হারানোর শোকে সর্বাংশে ভাঙ্গে। বুকভাঙ্গা এই কষ্ট দেখলে বোঝা যায় ভালোবাসার কাছে মানুষ কত বেশী অসহায়!

"পরকীয়া'' যে শব্দের মাথামুণ্ডু কোনদিন বুঝিনা। পরের সাথে প্রেম বলেই কি পরকীয়া? কিজানি! ঘরের সাথে প্রেম হলেতো কথাই ছিলনা। কে ধারে অন্যের ধার? কে তাড়ায় বনের মোষ? প্রেম ঘরের মানুষের সাথে হয়না। মানুষ সেই চেষ্টা করেওনা মনে হয়। প্রেম টিকে গেলে যা হয়- সংসার। সেই সংসারে ঢুকে প্রেমের যে কি হয়! নতুন জামা ধোয়ার পরে যেমন খেপে যায়, রং উঠে যায়, অমন খাপতে শুরু করে। সেইখানে 'স্বামী' যিনি মস্ত দাবীদার। সর্বাধিনায়ক। ধনবান হলেতো কথাই নাই। তবু তার পক্ষে স্বামী হওয়াই সহজ । প্রেমিক হওয়া কঠিন। দেখি স্ত্রীদেরও তাই। আগে যাই থাকুক, বিবাহোত্তর জীবনে সাধ্যমত কেবল স্ত্রী হবার চেষ্টা। 'সহচরী', 'সঙ্গিনী', 'বন্ধু' এই শব্দগুলি তারা যে কোন বয়ামে তুলে রাখে কেজানে! তবে তারা প্রেম সেধে যত না দেয়, কামনা করে তার সহস্র গুন। তাই না পাওয়ার কষ্টও তাদের বেশী। আশ্চর্য এই, তবু মনুষগুলি ঘর করে। সংসার করে। গাম্ভীর্য ভরে। দিনের পর দিন। ছেড়ে যাবার অনিচ্ছেতো থাকেই। থাকে নির্ভরতা এবং অপারগতাও । বস্তুতঃ এ এক বন্ধন। দীর্ঘদিন একত্রিত থাকার অভ্যাস। এও ভালোবাসা। মানুষ জানে সংসারই তার চিরকালের ঠাই।

অনিচ্ছের সংসারেও অপূর্ণতা রাখেনা মানুষ। বহু অনাদর। অবজ্ঞা। অবহেলা। উপেক্ষা। তবু থাকে নিপাট সংসার। পরিপাটি ঘর গেরস্থালী। দৈনন্দিন কাজগুলিও কেমন নিখুঁত সম্পন্ন হয় তাদের! মান্য করে সমাজ, সামাজিকতা। কোন লেনদেনই বাকী রাখেনা। প্রেমহীন। তবু নিঃশব্দে টানে। সংসার ধৈর্য চায়। সম্ভবত: সেই কারনে।

সংসারে অনাদৃত হয়ে থাকার কষ্ট কি, এই জীবনে তার রুক্ষতা কতখানি তা কেবল সেই হতভাগ্যই জানে। এ তার জন্যে এক অসহনীয় ভার। এই অপূর্ণতাকে সে ঢেকে ফেলতে চায়। না পাওয়ার এই চাপা কষ্টকে মানুষ মুছে ফেলতে চায়, কোন না কোন ভাবে । সে শুধু এইটুকুই প্রমাণ করতে চায় যে, এই বিশাল পৃথিবীতে সে একা নয়। অপ্রয়োজনীয়ও নয়। তারও প্রয়োজন আছে। আশ্রয় আছে। কারো না কারো কাছে। কোথাওনা কোথাও। পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিত, সে অনেক পরের কথা।

তবে প্রেম যত বড় করেই ঠেকুক সংসারে প্রেমের সমাদর ঘটেনা সব সময়। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেম হলে সংসারে তার প্রবেশাধিকার থাকেনা। প্রশ্রয়ওনা। এ হলো সোজাসুজি অনধিকার চর্চার মত। ক্ষমাও করেনা মানুষ তারে। সংসারে একজনের কাছে যা কাম্য এবং গ্রহণযোগ্য, অন্যজনের কাছে তাই-ই বিশ্বাসভঙ্গের সামিল। ধৃষ্টতার সামান। সংসার ত্যাগ বোঝে। বিবেক বোঝে। সবচে' বেশী বোঝে দায়িত্ব। এই তার সত্য দাবী।

প্রেমের বৈধ অবৈধ বুঝিনা। তবু দেখি কোন কোন প্রেম কেমন জানি চোরইমালের মত। সর্বক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকে। দরকার ছাড়া এমন প্রেমে সাক্ষীও থাকেনা তেমন। কি করা? সব কাজতো আবার সোজা পথে আসেওনা। এও তেমনি। বুঝিনা এত ভয়ের মধ্যে প্রেম বাঁচে কেমন করে। মানুষ পারেও বটে!

প্রেমের যা কাজ- বশে আনা। অতএব, প্রেমের অপব্যবহারও কম হয়না এই দুনিয়ায়। ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র, তাবিজ কি থাকেনা প্রেমের সাথে? কি কঠিন অন্ধকার জগতের সাথেও যে তারা সংযোগ ঘটায় তখন! বশে আনতে আনতে শেষ পর্যন্ত প্রেমের সরল ভাবটাই কেন জানি আর থাকেনা। বিধি বাম হলে মানুষও

মরীয়া হয়ে ওঠে। সম্ভবত: সেই কারনে। ঈশ্বরই কেবল অবাক চেখে সাক্ষী থাকেন সেই অদ্ভুত কর্মকাণ্ডগুলির।
পরাজয় স্বীকার করা প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব। এ তার জীবনে সবচে গুরুতর অপমান। তাই প্রেম, যা কখনও কখনও যুদ্ধও বটে। বাঁচা মরার যে প্রশ্নে ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল, কখন জানি এক দাগে মিশে যায়। কি বলব, প্রেম ভালোবাসায় সাহস এমন বেড়ে যায় যে মানুষতো দূর, সাপ খোপেরও ভয় থাকেনা তখন।

কখনও কখনও প্রেমিক প্রেমিকাগন বড় মাপের অভিনেতা অভিনেত্রী। এ এমন যে অন্যলোকের তো বটেই তাদের নিজেদেরও সেই অভিনয় দেখার সুযোগ ঘটেনা জীবনে দু 'একবারের বেশী। ভাব ভালোবাসা করতে যেয়ে মানুষ কত কি বনে যায়! প্রেমের কিছু অন্ধকারময় দিকও থাকে। নিষিদ্ধ অথচ উন্মত্ত। অভিশপ্ত অথচ তীব্র। একি আর শিব শকুন্তলার যুগ?
ছোট বেলায় প্রেমের মহিমা, প্রেমের সাধনা, প্রেমের প্রদীপ এমন ভালো ভালো শব্দের পাশাপাশি পিরীতের আঠা, পিরীতের-বাজার জাতীয় শব্দও শুনতাম। শুনে, কেন জানি খুব রাগ হোত। পরে বড় হয়ে বুঝেছি। হেসেছিও। এককথায় প্রেম হলো ভবিতব্য। বলে আসেনা। কয়েও যায়না। তার এই যাওয়া এবং আসা কোনটাই মানুষের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হয়না।
প্রেম হিসেব নিকেশ করে হয়না। দরাদরি করেতো নয়ই। তবু প্রেমে ব্যর্থ হওয়া মাত্রই হিসেব না করে ভাব ভালোবাসা করার জন্য লোকে আহাম্মক বলতে ছাড়েনা। কি বলব, প্রেমিক স্বয়ং রাজা হলেও দেখি দুর্মুখেরা কথা শোনায়। রাজা সাধু, তবু অযোগ্য। রাজা ধনবান। সুপুরুষ । তবু বেমানান। আবার যে জীবনে ধন-মান, খ্যাতি, যশ, বলতে গেলে প্রায় কিছুই থাকেনা অমন নিঃসম্বল জীবনেও থাকে প্রেম। যেন বাঁচার একমাত্র রসদ। অন্ধকার ঘরে সূর্যের আলো পৌঁছানোর বিস্ময়।
অপেক্ষা, হতাশা, সন্দেহ কতকিছু নিয়েও যে মানুষের প্রেম! দেখি একাকীত্বের আগুনের মধ্যে যে ফেলে দেয়, হতাশার অন্ধকারে যে চেপে ধরে, অতল হাহাকারে ডোবায়, অমন নিষ্ঠুরের জন্যেও মন পোড়ে । উদাস হয়। দেখি, মানুষ একই সাথে অভিসম্পাত করে। ভস্ম করে। তবু মনে জায়গা দেয়। ঘৃণা করে। অসহ্য করে। তবু ফিরে পেতে চায়। মিনতি ভরে প্রার্থনা করে। আশা কেন জানি বেঁচে থাকে। মরেনা। বড় আশ্চর্য মানুষের প্রেমবোধ!

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক